

অদ্য বিবাদী/প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ১৩/০৬/২০২২ তারিখের দরখাস্ত সহ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ-৭ বিধি -১১ অধীন আনীত দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রার্থী ও প্রতিপক্ষ পৃথক হাজিরা দাখিল করেছেন।

প্রার্থীপক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ-৬ বিধি-১৭ মোতাবেক অপর এক দরখাস্ত আনয়ন পূর্বক আরজি সংশোধনের প্রার্থনা করেছেন।

নথি শুনানীর জন্য গ্রহন করলাম। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলির বক্তব্য শ্রবন করলাম।

বিবাদী-প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলি আরজি খারিজের সমর্থনে নিবেদন করেন যে, অত্র মামলাটি আইনত রক্ষণীয় নয়। কেননা মুসলিম আইনের বিধান মতে মুসলিম হক শুফার দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে মৌরশীসূত্রে সহ-শরীক হতে হবে এবং আইনে নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে। যেমন বাদীকে প্রকাশ্যে অতি স্বত্বের তলবী মোসিবত হিসাবে লম্পঝাম্প দিয়ে বুক চাপড়াইয়া অগ্রক্রয়ের দাবি করিতে হবে এবং ০২ জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তলবী ঈশাদ প্রতিপালন করিতে হবে। প্রার্থীপক্ষ এই দুইটি অত্যাবশ্যকীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন না করে তফসিলী সম্পত্তির অগ্রক্রয়ের প্রার্থনা করেছেন। যার ফলে, প্রতিপক্ষ মামলাটি অরক্ষণীয় মর্মে দাবি করেন এবং আরজি খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

আলোচনার পূর্বে প্রার্থীপক্ষের দাখিলী আরজি পড়ে নেওয়া যাক। আরজির মূল বক্তব্য হলো- তফসিলী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মালিক আন্নর আলী ও মকবুল আলী। আর এস ২৩৪৮ ও ১২০৬ খতিয়ান তাদের নামে হয়। আন্নর আলীর মৃত্যুতে ০২ পুত্র সৈয়দ আহমদ ও ফজল আহমদ ওয়ারীশ থাকে। পরবর্তীতে বি এস ১৫২৮ নং খতিয়ান তাদের নামে প্রচারিত হয়। ফজল আহমদ তার প্রাপ্ত সম্পত্তি ২৩/০৪/৮১ তারিখে তৎ স্ত্রী মরিয়ম খাতুন বরাবর হেবা করেন। বিএস ১৮৯৫ খতিয়ানের মালিক নূর আহম্মদ মারা গেলে এক পুত্র আঃ কুদ্দুস ও ০৩ কন্যা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আব্দুল কুদ্দুস ০৯/০৮/১৯৮৬ তারিখে কবলা মুলে কতেক সম্পত্তি ফজল আহমদের পুত্র নুরুল ইসলাম বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত নুরুল ইসলাম উক্ত সম্পত্তি ০৩/১০/৮৮ ইং ও ৩১/০১/১৯৯০ ইং তারিখে দুই দলিলে প্রার্থীকগনের মাতা মরিয়ম খাতুন বরাবর রেজিস্টার্ড কবলামুলে হস্তান্তর করেন। মরিয়ম খাতুনের নামে বি এস নামজারি ৪৪৪৩ নং খতিয়ান সৃজন হয়। প্রার্থীকগনের পিতার ০২ স্ত্রী ছিল। প্রার্থীক গণ ২য় স্ত্রী মরিয়ম বেগম এর গর্ভজাত সন্তান। প্রার্থীকগনের পিতা তাদের প্রাপ্য স্বত্ব স্বার্থ স্ত্রী মরিয়ম খাতুন কে ২৩/০৪/১৯৮১ তারিখে ২১০২ নং হেবা দলিলমূলে হস্তান্তর করেন। উক্ত হেবাদলিল সম্পাদনের ৬০/৭০ বছর আগ থেকে তারা নালিশী সম্পত্তিতে বসতবাড়ি নির্মাণে ও ফসল উৎপাদন ও পুকুরে মৎস জিয়ানে ভোগদখলে আছেন।

আরজিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রার্থীকগনের মাতা দীর্ঘদিন যাবত কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভারসাম্যহীন অবস্থায় রয়েছে। প্রার্থীকগনের ভ্রাতা মোঃ সেলিম উদ্দিন প্রার্থীকগনের মাতাকে চট্টগ্রাম শহরে

চিকিৎসার কথা বলে নিয়ে চট্টগ্রাম সদর সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে নিয়ে বিগত ০৮/১২/২০২১ ইং তারিখে কথিত ১৬৬৯৪ নং দলিল সৃজন করে।

বিগত ১৫/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ১-৪ নং প্রতিপক্ষগণ মালিকানা দাবি করিয়া প্রার্থীকগনের ঘর ভাঙচুর করিতে আসলে প্রার্থীকগণ তাদেরকে বাধা প্রদান করেন। তখন প্রতিপক্ষগণ উক্ত সম্পত্তি তাদের মাতা হতে খরিদ করেছেন মর্মে জানান। প্রার্থীকগণ বিগত ২৩/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কবলার সহিমুহুরী নকল সংগ্রহ করে বিক্রয়ের বিষয়টি অবগত হন। রউক্ত কবলার বিষয়ে জানতে পারে। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীকগনের ঘর রয়েছে এবং পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করে আসিতেছে। নালিশী ভূমিতে প্রতিপক্ষগণ আঙুলুক ব্যক্তি হয়। প্রার্থীকগণ বিরোধীয় কবলার সহিমুহুরী নকল হতে বিক্রয়ের বিষয়ে অবগত হবার পর প্রতিপক্ষগণকে তৎক্ষণাৎ কবলার মূল্য ক্ষতিপূরণসহ প্রদানের জন্য বারবার যাচনা পূর্বক কবলার বিষয়ে সুফা বা অগ্রক্রয়ের দাবি উত্থাপন করেছে। প্রতিপক্ষগণ কবলা না দেওয়ায় অত্র মামলায় আনয়ন করেছেন।

মূল আলোচনায় যাবার আগে সংশ্লিষ্ট বিধান এক নজর দেখে নেওয়া যাকু

Section 236 of Mohammadan Law provides-

“No person is entitled to the right of pre-emption unless-

“(1) he has declared his intention to assert the right immediately on receiving information of the sale. This formality is called **talab-imowasibat** (literally, demand of jumping, that is , immediate demand): and unless

(2) he has with the least practicable delay affirmed the intention, referring expressly to the fact that the **talab-i-mowasibat** had already been made and has made a formal demand-

(i) either in the presence of the buyer, or the seller, or on the premises which are the subject of sale and

(ii) in the presence at least of two witnesses. This formality is called **talab-i-ishhad** (demand with invocation of witnesses)-----.”

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজির বক্তব্য নিবিড়ভাবে পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রার্থীপক্ষ সর্বপ্রথম ১৫/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে কথিত কবলার বিষয়ে জানতে পারেন যখন ১-৪ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকগনের ঘর ভাঙচুর করতে এসেছিল। সেদিন প্রতিপক্ষ দলিলের একখানা ফটোকপি প্রার্থীপক্ষকে দেখিয়েছিলেন। সেদিন তারা কোন অগ্রক্রয়ের দাবি করেননি। পরবর্তীতে ২৩/১২/২০২১ ইং তারিখে তর্কিত কবলার সহিমুহুরী নকল সংগ্রহের পর প্রার্থীগণ বিক্রির বিষয়ে ছড়ান্তভাবে অবগত হন এবং উক্ত তারিখে প্রার্থীপক্ষ প্রতিপক্ষগণকে তৎক্ষণাৎ কবলার মূল্য ক্ষতিপূরণসহ প্রদানের জন্য বারবার যাচনা পূর্বক কবলার বিষয়ে সুফা বা অগ্রক্রয়ের দাবি উত্থাপন করেন। আরজির এরূপ বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীকগণ মুসলিম হক শুফার অত্যাবশ্যকীয় আনুষ্ঠানিকতা যেমন **তলবে মুয়াসিবা** (বিক্রির তথ্য অবগত হবার সঙ্গে সঙ্গে অধিকার

দাবি করার বিষয়ে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে হবে) এবং **তলবে ইশহাদ** (তলবে মুয়াসিবাত এর পর পরই দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ক্রেতা বা বিক্রেতার নিকট অথবা সংশ্লিষ্ট জমির উপর দাঁড়াইয়া তলবে মুয়াসিবাত এর বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে আনুষ্ঠানিকভাবে জমি ক্রয়ের দাবি জানাতে হবে) যথাযথভাবে পালন করেননি। আরজিতে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা নেই। উক্ত আনুষ্ঠানিকতা নিয়মানুযায়ী পালন না করায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি বিষয়ে হক শূফার অধিকারী হবেন না। আইনত প্রার্থীপক্ষের আনীত দরখাস্ত অরক্ষণীয় বলে আমি বিবেচনা করি। ইহা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে, এই মামলায় প্রার্থীপক্ষ ভবিষ্যতে কোন প্রতিকার পাওয়ার সম্ভবনা নেই। সুতরায় মামলাটি আর সম্মুখে অগ্রসর না করে এ পর্যায়ে কবরস্থ করা সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। আরজি খারিজ বিষয়ে আপীল বিভাগের একটি সিদ্ধান্ত এখানে প্রণিধানযোগ্য। মাননীয় আপীল বিভাগ 53 DLR (AD) page 12 , 20 BLD (AD) 278 এ প্রকাশিত মামলায় এরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, “ **It is now a settled principle of law that if the continuation of the suit is found to be an abuse of process of the court , if the suit is foredoomed or if the ultimate result of the suit is as clear as daylight , the suit should be buried at its inception by rejecting the plaint by invoking the inherent powers of the court. ”**

সার্বিক বিবেচনায় অত্র মামলাটি মুসলিম শরীয়া আইনের হক শূফার সংশ্লিষ্ট বিধানানুসারে আনীত না হওয়ায় এবং প্রার্থীপক্ষ ভবিষ্যতে কোন ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার সম্ভবনা না থাকায় আদালতের সহজাত ক্ষমতার অনুবলে দাখিলী আরজি খারিজযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

অতপর নথি আরজি সংশোধনীর দরখাস্ত শুনানীর জন্য নেওয়া হলো। প্রার্থীপক্ষের উক্ত সংশোধনী দরখাস্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রার্থীপক্ষ কথিত ঘর ভাঙচুরের দিন অর্থাৎ ১৫/১২/২০২১ ইং তারিখে তলবে মুয়াসিবাত এবং সহিমুছরী নকল প্রাপ্তির পরদিন অর্থাৎ ২৪/১২/২০২১ ইং তারিখ তলবে ইশহাদ পালন করিয়াছে উল্লেখ করে আরজি সংশোধনের নিবেদন করেছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে তলবে মুয়াসিবাত ও তলবে ইশহাদ অগ্রক্রয়ের অধিকার প্রয়োগের অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান। আরজি দায়েরের সময় এই দুইটি উপাদান আরজিতে ছিল না। এখন আরজি সংশোধনের মাধ্যমে উক্ত দুইটি উপাদান সংযোজন মানেই হলো ইহা পশ্চাতচিন্তার (afterthought) ফসল যা গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে বিবেচনা করি। আরজিতে উক্ত দুইটি উপাদানের অনুপস্থিতি অবশ্যই প্রার্থীপক্ষের বড় দুর্বলতা বা শূন্যস্থান (Lacuna) ছিল যা আরজি সংশোধনের মাধ্যমে পূরণীয় নয়। এ বিষয়ে 10 BLT (AD) 132 এ প্রচারিত মামলায় এরূপ সিদ্ধান্ত এসেছে যে, কোন শূন্যস্থান (Lacuna) পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে প্লিডিংস সংশোধন করা যাবে না। সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীপক্ষের আনীত আরজি সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব

আদেশ হয় যে,

প্রার্থীপক্ষের আনীত অদ্যকার আরজি সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুরক্রমে দাখিলী আরজি দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি-১১ মোতাবেক খারিজ করা হলো।

সেই সাথে ইতোপূর্বে অত্র আদালত কর্তৃক প্রচারিত অন্তর্বর্তীকালীন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ বাতিল করা হলো।

বেধঃ সহকারীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নোট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো।